প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা,

- আপনারা জানেন, গত ৯ ও ১০ অক্টোবর বিএনপির যুগ্ম-মহাসচিব ও প্রধানমন্ত্রীর ছেলে তারেক রহমান দুটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কিছু অসত্য, অরুচিকর ও আপত্তিকর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন।
- আমরা তার শালীনতাবর্জিত বক্তব্যে অবাক হইনি। কারন, একজন ব্যক্তির চরিত্র, আচরণ ও কথাবার্তায় তার পারিবারিক শিক্ষা, ঐতিহ্য ও নিজস্ব যোগ্যতারই প্রতিফলন ঘটে।
- একজন অর্ধশিক্ষিত, দুর্নীতিবাজ ও শুধুমাত্র বাবা-মার পরিচয়ে পরিচিত ব্যক্তির পক্ষে এ ধরণের অশিষ্ট উচ্চারণ অসম্ভব নয়।
- এ প্রসঙ্গে আমরা বিএনপি নেতা, জিয়াউর রহমানের ঘনিষ্ট সহচর ও সাবেক মন্ত্রী কর্নেল (অবঃ) অলি আহমদের ভাষায় বলতে পারি, 'বাবা-মা খারাপ হলে সন্তান কখনো ভালো হয়না'।
- জনাব তারেক রহমান যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ী কেনা নিয়ে কটাক্ষ করেছেন। ব্যবসায়িক ফার্মের কথা উল্লেখ করেছেন।
- তিনি মনে করেন, যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত যে সব শিক্ষিত বাঙালি নিজের যোগ্যতা ও উন্নত পেশার কারনে বাড়ী কিনেছেন তারা সবাই তার মতো দুর্নীতিবাজ।
- তার প্রতি আমাদের জিজ্ঞাসা - জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর সমগ্র জাতিকে যে ভাঙ্গা সুটকেস ও ছেঁড়া গেঞ্জি দেখানো হয়েছিলো তার মধ্যে কি এমন আলাদিনের চেরাগ ছিলো যে, ছেড়াঁগেঞ্জির পরিবার আজ দেশের এক নম্বর ধনী পরিবারে পরিণত হয়েছে?
- যাদের ঢাকা শহরে মাথা গুঁজার ঠাঁই নেই বলে প্রচার করা হয়েছিলো তারা ডান্ডি ডাইং, লঞ্চ কোম্পানি, মার্শাল ডিষ্টিলারির মদের কারখানা প্রতিষ্ঠা করলেন কোন টাকায়?
- আমরা জানি, ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে সম্পত্তি বন্ধক রাখতে হয়। যাদের কোন সম্পত্তিই ছিলোনা তারা কি ভাঙ্গা সুটকেস বন্ধক রেখে ব্যাংক ঋণ নিয়েছিলো?
- জিয়ার মৃত্যুর পর তার দুই ছেলে লেখাপড়া শেখার জন্য রাষ্ট্র থেকে মাসিক ১৫০০ টাকা করে ভাতা পেতো। সেই ভাতার বিনিময়ে তারা কি ডিগ্রী অর্জন করেছেন?
- জিয়ার মৃত্যুর পর যাদের বিধবা ভাতা, এতিম ভাতা, সরকারী গাড়ী-বাড়ি, মালীসহ রাষ্ট্রীয় খরচে চলতে হয়েছে তারা কিভাবে রাতারাতি হাজার কোটি টাকার মালিক হলো?
- ক্যান্টনম্যান্টে সেনাবাহিনীর ৯ বিঘা জমির উপর বাড়ী, গুলশানে দেড় বিঘা বাড়ী, জিয়ার মাজারের নামে সংসদ ভবনের পাশে ২০০ বিঘা, কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র ও চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজের জমিসহ সর্বমোট ২০০০ একর রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি একটি পরিবারের দখলে।
- আমরা ঢাকা ক্যান্টনম্যান্টের জায়গা সেনাবাহিনীর হাতে ফেরত চাই। সেখানে অফিসার্স কোয়ার্টার নির্মাণ করে সেনাঅফিসারদের আবাসিক সংকট নিরসন করতে চাই।
- নোয়াখালির চরাঞ্চলে ১৫০০ একর, কক্সবাজার, সেন্টমার্টিন, গাজীপুর, দিনাজপুর সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে একটি পরিবারের হাজার হাজার একর জমি কেনার অর্থের উৎস কি তা জাতি জানতে চায়।

- শোনা যায়, একটি বিশেষ পরিবারের মালিকানায় দুবাই, লন্ডন, নিউইয়র্কে বিলাসবহুল বাড়ী রয়েছে। এইসব বাড়ী কেনার টাকার উৎস কি?
- বর্তমান সরকারের আমলে বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়াতে পাচারকৃত বিপুল পরিমান টাকা বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এই টাকা কাদের তা জাতি জানতে চায়।
- থাইল্যান্ডের থাকসিনের সাথে ব্যবসা করতে গিয়ে সম্প্রতি কতো টাকা সেখানকার সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হচ্ছে সে তথ্যও অচিরেই জাতির সামনে প্রকাশ করা হবে।
- আমরা রাজনীতিতে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ টেনে আনতে চাইনা। তবে প্রয়োজন হলে কে নিউইয়র্কে মাতাল অবস্থায় পুলিশের হাতে ধরা খেয়েছিলো সে তথ্য জাতির সামনে প্রকাশ করা হবে।
- শোনা যায়, সেখানে নাকি ১২০০ ডলার জরিমানাও দিতে হয়েছিলো। এরশাদ আমলে একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল রশীদ কর্তৃক তারেক রহমানদের ক্যান্টনম্যান্টের বাসা আক্রমনের পিছনের কারন কি?
- ফ্যান্সি নামের এক মহিলার সাথে কার সম্পর্ক?
- বগুড়ায় গিয়ে বিশেষ একজনের বাড়ীতে রাত কাটানোর পিছনে নারীঘটিত কারন রয়েছে বলে শোনা যায়। এ ধরণের অনেক কথাই ঢাকা শহরের মানুষ শুনতে পায়।
- প্যান্ডোরার বাক্স খুলতে বাধ্য করবেন না। আমরা যদি প্যান্ডোরার বাক্স খুলি তবে অনেকের ভালোমানুষির মুখোশ বেরিয়ে আসবে। ন্যুনতম লজ্জাবোধ থাকলে মানুষের সামনে মুখ দেখাতে পারবেননা।
- যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত মর্যাদাপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত কাউকে কেউ যদি ঈর্ষাবশত অসংলগ্ন আক্রমণ করে থাকে তবে তার জন্য আমাদের করুনা ছাড়া আর কিছুই করার নেই।
- আমরা প্রতিটি পেশাকেই সম্মান করি। তবে এটাও সত্য, ইন্টারমিডিয়েটের গন্ডি পেরোনো একজন মানুষ যদি শুধু নিজের যোগ্যতায় যুক্তরাষ্ট্রে যায় তবে রেষ্টুরেন্টের ওয়েটার বা ট্যাক্সি ড্রাইভার ছাড়া আর কোন পেশা তিনি পাবেননা।
- ব্যবসা-বাণিজ্য করার অধিকার সবার আছে। তবে ব্যবসা না করে কেউ যদি সিন্ডিকেট করে দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে গরীব মানুষের টাকা লুট করে, জনগণের সম্পদ আত্মসাৎ করে তবে তাদের লুটেরা ছাড়া আর কিছুই বলা যায়না।
- গতকাল তারেক রহমান আওয়ামী লীগকে নেতৃত্ব পরিবর্তনের পরামর্শ দিয়েছেন।
- তাকে বলতে চাই, আমাদের নেতৃত্ব পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই।
- কারন, আমরা প্রমান করেছি, আমাদের নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ দেশের মানুষকে শান্তি দিতে পারে, স্বস্তি দিতে পারে, দুবেলা খাবারের নিশ্চয়তা দিতে পারে, উন্নত জীবন দিতে পারে।

- অন্যদিকে খালেদা জিয়া-তারেকের নেতৃত্বে বিএনপি দেশকে সন্ত্রাস, জিনিসপত্রের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি, দুর্নীতি, দখল ও লুটপাট ছাড়া আর কিছুই দিতে পারেনি।
- তাদের দুঃশাসনের কবলে পড়ে বাংলাদেশ পরিণত হয়েছে ৪ বার দুর্নীতির বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দেশ, মানবাধিকার লংঘনের দেশ, জঙ্গী সন্ত্রাসের দেশ আর সাংবাদিক নির্যাতনে শীর্ষ দেশ হিসাবে।
- নেতৃত্বের পরিবর্তন দরকার বিএনপির। তারেক সাহেব কান পাতলেই শুনতে পাবেন, লুটপাট পার্টির বদলে রাজনৈতিক নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠার দাবী আজ বিএনপির সর্বস্তরের নেতা-কর্মীর।
- কারন, তার অপকর্ম আর দুর্নীতির কানে বিএনপির নেতাকর্মীরা মানুষের কাছে মুখ দেখাতে পারছেননা ।তৃণমূল পর্যায়ের বিএনপির নেতা-কর্মীরা তাই তার বদলে মরহুম জিয়াউর রহমানের আরেক পুত্র কোকোকেই নেতৃত্বে দেখতে চায়।
- তিনি বলেছেন, ধান কাটার কাস্তে নিয়ে পাবলিক আসবে।
- তার উদ্দেশ্যে বলতে চাই, পাবলিক আসবে।
- তবে তারা আসবে তাদের সম্পদ লুটকারী, হত্যাকারী, নারী নির্যাতনকারীদের বিচার করতে।
- সেদিন দূরে নয়, যেদিন ধানের শীষের সমর্থকরাই কাস্তে নিয়ে বিএনপির দুরাবস্থার জন্য দায়ী অর্বাচীন নেতৃত্বের বিচার করতে আসবে। সবাইকে ধন্যবাদ। জয় বাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু।